

ସ୍ଵଭାବଗ୍ରିହ
ସ୍ଵାସ୍ତ୍ୟବିଧି

স্বভাবসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি

কুরআন ও সুন্নাহ'য়

(ইসলামিক মেডিসিনের ভবিষ্যৎ এবং বৈধতার বুদ্ধিভিত্তিক
মূল্যায়ন; বিজ্ঞান ও আধুনিকতার ভাষায় উপস্থাপন)

সোহরাব আল আমিনী





স্বভাবসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি
সোহরাব আল আমিনী

- ▶▶ প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২২
- ▶▶ গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
- ▶▶ প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯
- ▶▶ একুশে বইমেলা পরিবেশক
সবুজ পাতা
- ▶▶ প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিকুদাদ
ISBN : 978-984-96555-3-4

মূল্য ২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com, www.wafilife.com

এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী

৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩



উৎসর্গ

যার সৌরভ আশা জাগায়, করে সজীব ও
প্রাণবন্ত... রাসূলুল্লাহ সাঃ কে ।

আমার রব পৃথিবীতে আমাকে যার ভালো-
বাসার চাদর মুড়িয়ে প্রেরণ করেছেন এবং
যার পদতলে রয়েছে আমার বেহেশত ।
মা... তোমাকে ।

যার মাঝে আমি খুঁজে পাই সততা, নৈতিক-
তার প্রতি মুক্তপ্রাণ সমর্থন; অন্যায়ের প্রতি
ঘৃণা-বিদ্বেষ । তাই আমার এ গুণটির ক্ষেত্রে
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির ছোঁয়া আছে ।
আমার সেই আদর্শবান বাবাকে ।



প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানের অনুসন্ধান	১৩
চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতি	১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা	২২
ব্যক্তি ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি	২২
খতনা	২৬
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অন্যান্য রূপ	২৮
পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি পান	২৮
খাবার গ্রহণের প্রস্তুতি	৩০
খাদ্য	৩৩
দৈনিক স্বাস্থ্য-খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন	৩৫
সুস্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদান	৩৭
মানসিক স্বাস্থ্য	৪২
আবদ্ধ জলাশয়ে মূত্রত্যাগ	৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

সূচনা	৪৮
জ্বর, গলা ব্যথা ও টনসিলাইটিস	৪৯
রক্তক্ষরণ রোধ ও আঘাতের চিকিৎসা	৪৯
রক্তমোক্ষণ ও লোহা দ্বারা দন্ধকরণ	৪৯
মাছিবাহিত জীবাণু ও প্রতিষেধক	৫৩
বংশগতির সুস্থতা ও পরামর্শ	৫৪
সাইকোথেরাপি	৫৬
জিকির	৬০

কুরআন কারীম তিলাওয়াত	৬০
তাওবা	৬০
সদাচার	৬১
ভালো বন্ধুর সাহচর্য	৬১
চুলকানি রোগে রেশমি কাপড়	৬২
বিদ্বস্থানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা	৬২

চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক স্বাস্থ্য ও শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান	৬৪
মাতৃদুগ্ধ শিশুর স্বাভাবিক পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটায়	৬৫
খাদ্য, পানীয়, বিনোদন এবং সেক্সের ব্যবস্থাপন	৭২
খাবার, পানীয় এবং সেক্সের ক্ষেত্রে ইসলামের	
নিষেধাজ্ঞাগুলো	৭৩
সকল প্রকার জুয়া এবং রির্থক খেলাধুলা	৭৩
শূকর ও কুকুর খাওয়া	৭৪
শব্দদূষণ	৮০
মেডিক্যাল ইথিক্স	৮১
সমবেদনা এবং পরমসহিষ্ণুতা	৮৩
জাদু, জাদুবিদ্যা, জাদুকরণ, জাদুমন্ত্র	৮৩
ইউথেনেশিয়া	৮৪
আত্মহত্যা	৮৫
স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন	৮৬
অসুস্থ ও দুস্থদের পুনর্বাসন	৮৭
স্বাস্থ্যসেবার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা	৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমিকা	৯২
ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা	৯৬
আত্মিক সুস্থতা	১০০
অশরীর ভিত্তিক রোগ	১০২
ঈদ	১০২
মানুষের ওপর ঈদনের আক্রমণ	১০৯
বদ-নজর	১১১
জাদুবিদ্যা	১১৪

অভিমত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মহানবী সাঃ এর উপর। আল্লাহ তায়াল্লা বলেছেন, "মুহাম্মদ নিজ থেকে কিংবা মনগড়া কোন কথা বলে না"। তাই মহানবী সাঃ এর প্রত্যেকটি কাজকর্ম বাস্তবায়িত ও প্রায়োগিক হয়েছে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে। এর মধ্যে সুস্থতা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত ও তা কীভাবে রক্ষা করা যায় তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ বিধান, যদিও আত্মিক বিষয়টি মেডিক্যাল সাইন্স এর বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকার রোগের সাথে দিয়েছেন তা আরোগ্য করার উপকরণ, কারণ ভালোবাসার পুরো পর্বটাই আল্লাহর হাতে। 'স্বভাবসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিধি কুরআন ও সুন্নাহ'য়' বইটিতে লিখক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কীভাবে বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায় কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক, সাথে পাওয়া যাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ফ্লেভার যা পরতে পরতে নিয়ে যাবে রাসূল সাঃ এর যুগে এবং বারংবার কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে পড়বে আল্লাহর সিজদায়। "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ঈলমান নাফিয়া ওয়া রিয়ক্কান তৈয়বান ওয়া আ'মালাম মুতাক্ব্বালা"।

জ. আ. ম জাহিদ ভূঞা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি, ১২ তম ব্যাচ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অভিমত

সুস্বাস্থ্য আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়ালার অনেক বড় নিয়ামত। বর্তমান যুগে সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা অনেক বেশি বিস্তৃত। শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক ও আত্মিক সুস্থতাও এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অপরটিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বছর আগে এক মহামানব আমাদের জন্য রেখে গেছেন এমন এক জীবনাদর্শ যেখানে আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের প্রত্যেকটি উপাদানের সুস্থতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এই জীবনাদর্শ দেখায় কীভাবে রোগব্যাপি হওয়ার আগে প্রতিরোধ করা যায় কিংবা রোগব্যাপি হয়ে গেলে তার প্রতিকার কী হবে সে সম্পর্কেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে এই জীবনাদর্শে। কীভাবে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা যায়, কীভাবে মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যের প্রতি কুধারণা সরিয়ে প্রশান্ত আত্মা লাভ করা যায় সে বিষয়েও আছে বিশদ আলোচনা। কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এই জীবনাদর্শের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের রয়েছে এক গভীর সংযোগ। এই বইয়ের লেখক সে সংযোগ সড়কের উপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন সাবলীল ভাষায়। দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আয়নায় কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিবিম্ব। বইটি পড়ে যদি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ মনেও এই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তবে আশা করি তারাও এই মহান জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আর এখানেই হবে লেখকের স্বার্থকতা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা লেখককে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।

মো. মেহেদী হাসান

ফার্মেসি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

Prevention is better than cure চিরাচারিত এই প্রবাদটি রোগ হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনার প্রতি উৎসাহ ও জোর প্রদান করে। রোগ থাকার কারণেই তার প্রতিরোধক ব্যবস্থার কথা আসে। কিন্তু রোগ হয়ে গেলে কী প্রতিবিধান হবে? সেজন্যও রয়েছে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। মানবদেহে অতিসূক্ষ্ম ও অনেক জটিল গঠনতন্ত্র। পূর্ণ শারীরিক অবয়ব সাথে প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা।

সুদূর অতীত থেকে চিকিৎসা পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে আসছে। দেহকে সুস্থ রাখা মানব বৈশিষ্ট্যের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র; অভ্যন্তরভাগে এক্স-রে, এন্ডোসকপি ইত্যাদির ফলে বিশ্লেষণ আরো সহজ হয়। গভীরভাবে মানবদেহের গঠন জানা সহজ হয়েছে আরো। মানবদেহের গাঠনিক বিশ্লেষণ যেমন হাতের নাগালে এসেছে চিকিৎসা উদ্ভাবনও তেমনি সহজ হয়েছে। প্রযুক্তিও উন্নত হয়েছে, রোগও এসেছে আরো জটিল। মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর। বনজ লতা-পাতা, ফল-মূল, ও বিভিন্ন কেমিক্যালের মিশ্রণে যেমন ঔষধ তৈরি হচ্ছে, তেমনি অস্ত্রোপচার করে এবং বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট (ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্ট, ডিউরাবল মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ট্রীটমেন্ট ইকুইপমেন্ট, লাইফ সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট, মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট) ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজ হয়েছে।

এভাবেই আরো অগ্রগামী হবে মেডিক্যাল সাইন্স। অনাবিষ্কৃত কঠিন রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি হাতের মুঠোয় আসতে পারে। এসব জটিল ও প্রাণঘাতি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরেও চিকিৎসার কমতি রাখতে চায় না। বিকল্প সকল সুযোগের মাধ্যমে নিরাময়ের আশা করে। কিন্তু আত্মহত্যার মাধ্যমে অনেকেই নিজেদের প্রাণ নিজেরাই নাশ করে দিচ্ছে; অথচ যেখানে মানুষের প্রাণঘাতি রোগ হলেও জীবন বাঁচানোর আকাঙ্ক্ষায় থাকে। মূলত মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। শুধু বাহ্যিক বা

দৈহিক সুস্থতা নয়, আত্মিক সুস্থতাও অত্যাাবশ্যিক। বিষয়টিকে গাড়ি ও ফুয়েলের সাথে তুলনা করা যায়। ডার্টি ফুয়েল হলে এর সমানুপাতে বিভিন্ন মাত্রার সমস্যা হতে পারে, গাড়িই চলবে না। ঠিক সেরকমভাবে যতই নাদুসনুদুস দৈহিক কাঠামোর অধিকারী হোক না কেন, আত্মিকভাবে সুস্থতা না থাকলে গাড়ির ক্ষেত্রে ফুয়েলের সাথে উদাহরনযোগ্য। আচার-আচরনে অসংলগ্নতা, বিরূপ কথাবার্তা, অন্যের প্রতি অযুক্তিশীল আচরন ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। আরো মারাত্মক হলে ব্যক্তি আর পৃথিবীতে থাকতে চায় না। পৃথিবীতে নিজেকে অকার্যকর মনে করা থেকেই তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা উবে যায়।

ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা। মানব জীবনের মৌলিক বিষয় আল-কুরআন ও সুন্নাহ'য় বর্ণনা করা আছে। চিকিৎসা পদ্ধতির মৌলিক কাঠামো যেমন আল-কুরআন ও সুন্নাহ'য় রয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহন ও দিকনির্দেশনা হাদীসের মাধ্যমে আমাদের নিকট তুলে ধরা হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট আছে বলেই সৌন্দর্য, আনন্দ উপভোগ্য; কথাটি পৃথিবীতে অকাট্য সত্য। রোগব্যাদি এরূপ দুঃখ-কষ্টের কারণ হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের উপায় রয়েছে। তেমনি তা দুনিয়া থেকে পাপ মুক্তির কারণ হবে এবং আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় হবে। কেনো তুচ্ছ বিষয়ও অরক্ষিত না থেকে আল্লাহ সুবহানাহু সবকিছুর সমাধান দিয়ে পরিপূর্ণতা দিবেন, সুতরাং অসুস্থ হলে ভেঙ্গে পড়া বা হা-হুতাশ করার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালার নিকট আরোগ্য কামনা ও যথোপযুক্ত চিকিৎসা নেয়ার প্রচেষ্টা করব; যেখানে একটা কাঁটা বিদ্ধ হলেও মুমিনের পাপ মুছে দেয়া হয়। প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে যে প্রতিদান রয়েছে তা যে বাস্তব, উচিত এবং সংগতিপূর্ণ তা ইসলামে বিশ্বাসের ফলেই সম্ভব। কারণ ইসলামে আখিরাতে জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে। এভাবে একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে স্থির ও সচেতন থাকার কারণে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টে ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্যশীল হবে।

কালের বিবর্তনে আল্লাহ সুবহানাহু মানবজাতিকে বিভিন্ন জ্ঞান

সরাসরি দিয়েছেন, উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়েছেন। নবী ও রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের নিকট চলাকালীন সময়ের সকল বিষয়ের সমাধানরূপে সারবস্তু দিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ তার রবকে চিনে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারে। জ্ঞানের সকল শাস্ত্রসহ মর্ডাণ চিকিৎসা শাস্ত্রের সূর্যোদয়ে মুসলিম মনীষীদের রয়েছে ভিত্তিমূলক অবিস্মরণীয় অবদান। প্রেক্ষাপট ভিন্লে তাতেও পরিচয় ও রচনা হয়ে গেছে বিকৃত, হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। বর্তমানেও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব মৌলিক ইসলামিক গবেষকরা প্রাগৈতিহাসিক হয়ে আছে। তাই আমি ডক্টর উমর ফারুক আদামু স্যারের ‘গবফরপরহব ওহ ঞযব ছঁৎধহ অহফ বাঁহহধয’ গ্রন্থকে উদ্দেশ্য করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ভাবানুবাদের আওতায় এনেছি এবং ইংলিশ ভাষনের এ সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে নির্যাস তুলে ধরেছি। পরম করণাময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি আর্জি জানাচ্ছি, আমরা যেন চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ সর্বোপরি তার নির্দেশিত ইসলামিক সংস্কৃতি অনুসরণ করে তার কাছে পৌঁছাতে পারি (আমীন)। কোনোরূপ অসংগতি ও মান উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

সোহরাব আল আমিনী

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানের অনুসন্ধান

জ্ঞানের ধারণা

ইসলামে স্রষ্টার একত্বে একটি বিস্তার হচ্ছে জ্ঞান। আল-কুরআনে বর্ণিত স্রষ্টার ধারণা পরম সত্য এবং মানুষের মনের কোনো অভিক্ষেপ নয়। আল-কুরআনে স্রষ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার একত্ব। একক স্রষ্টাই এক মানবজাতির উত্থান করেছিলেন, যদিও বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, নারী ও পুরুষে বিভক্ত, মূলত পৃথিবীতে এবং পরিশেষে গন্তব্য একক উদ্দেশ্যেই। স্রষ্টার এককত্ব, কে সত্য, যৌক্তিকতাকেই জ্ঞানের ঐক্য একটি ইঙ্গিতে প্রকাশ করে। এটি বুঝায়, উদাহরণস্বরূপ: বস্তুবাদী ও ধর্মীয় বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো দ্বিমুখী বিভাজন নেই, এমনকি তাদের উৎপত্তি এবং উপযোগিতার মধ্যেও। স্রষ্টা আসমান, জমিন এবং যা কিছু আছে এর মধ্যে

সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা ও তিনিই শিক্ষক।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ

। “তিনি (আল্লাহ) মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে (মানুষ) জানতো

| না।^[১]

আল-কুরআনের একটি জটিল পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় উঠে এসেছে যে, এতে ক্রমে ক্রমে পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে গভীরভাবে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা বা বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য। তেমনিভাবে 'ইলম (জ্ঞান)' শব্দটি আল-কুরআনে সাতশত পঞ্চাশ (৭৫০) বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এটি সংখ্যাগত তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে আছে। 'আল্লাহ' এবং 'রব' শব্দ দুটি যথাক্রমে দুই হাজার আটশত (২৮০০) এবং নয়শত পঞ্চাশ বার রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাছ সকল নবীদের সময়োপযোগী করে তাঁর পথে মানুষকে আহ্বান করার এবং প্রাসঙ্গিক জ্ঞান প্রদান করে পাঠিয়েছেন। কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ যথাযথ ব্যবহারিক তথ্যের সমাহারই জ্ঞান। সঙ্গত কারণেই জ্ঞানের শাখায় নৈপুণ্য অর্জনের প্রয়োজন।

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

বর্ণনা করে গভীরভাবে না জেনেও সাধারণভাবে জ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্ব সবাই স্বীকার করবে। ইসলামে আত্মিক ও ভৌতিক উভয়ই জ্ঞানের নির্দেশনা ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম শুধু জ্ঞানার্জন করতে পরামর্শ দেয়নি, বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলামিক জ্ঞানের বিশেষভাবে যেকোন আবশ্যিকতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে জীবন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞানের যেমন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির। মূলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর আল্লাহ সুবহানাছ সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়ে ওহি নাজিল করেছেন,

أَفْرَأُ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَفْرَأُ ۝
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ



[১] সূরা আলাক: ৫

পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে, পড়, তোমার রব বড় অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।^[১]

মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, “প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।”-ইবনে মাজাহ: ২২৪ নং হাদীস

ইসলামে জ্ঞানার্জনের সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে একজন ব্যক্তি তার নিজের জীবনকে ইসলাম অনুসারে চালাতে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ততটুকু জানা অত্যাবশ্যিক। এর বাইরে কেউ বিশেষায়িত কোনো জ্ঞান অর্জন করে মানব সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ইসলাম উৎসাহিত করে। এমনকি নির্দিষ্ট বিষয়ে (যা মানব সমাজে জরুরী) সংশ্লিষ্ট একদল বিশেষজ্ঞ থাকা ইসলাম বাধ্যতামূলক মনে করে।

কুরআনে জ্ঞানের প্রশংসা করে বারবার উৎসাহিত করা হয়েছে। সেই রকম একটি আয়াত:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِكَيْتَ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿١٧٤﴾

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে- মরে যাওয়ার পর

[১] সূরা আলাক: ১-৫

আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।^[১]

বিভিন্ন আরোপিত বৈশ্বিক সংকীর্ণতার কারণে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম সারিতে মুসলমানদের পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের অনুসন্ধানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন খ্যাতমান মুসলিম মনীষীদের হাত ধরেই পাওয়া যায়।

আল-কুরআন একটি নৈতিক গ্রন্থ। মানুষের অন্তরের চিকিৎসা করে নৈতিক মানুষে পরিণত আল্লাহ সুবহানাছুর সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আল-কুরআন মৌলিক ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ হতে আল-কুরআন নির্দেশনা দেয়। ঠিক সেই রকমভাবে জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, আচার-আচরণে, কর্মক্ষেত্রে আল-কুরআনের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করে নৈতিকতার প্রশস্ত ও মানবীয় সীমায় থাকতে আল্লাহ সুবহানাছ নিদেশ দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে চলমান ধারায় আল-কুরআনের বিন্দু পরিমাণ ও অকেজো হয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। আল-কুরআন একটি অকাট্য বিধান হিসেবে বিদ্যমান। সময়ের আবর্তে মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে নানানভাবে জীবনের প্রয়োজন মেটাতে এবং জীবনকে সহজ করতে ভেবেছেন এবং ভাবছেন জ্ঞানী-গুণী, উদ্ভাবক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীরা। আল্লাহ সুবহানাছ মানুষের মাথায় সবচেয়ে সুগঠিত ও সমৃদ্ধ মস্তিষ্কটি স্থাপন করে ক্রমবর্ধমান গতিশীল ও সৃজনশীল রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানব কল্যাণে যেন মানুষ নিয়োজিত হয় সে জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞান, শ্রম, ব্যয় সকল কিছুর অনৈতিক ব্যবহার কুরআনে নিষেধ করেছেন এবং আখিরাতে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এইভাবে আল্লাহ সুবহানাছ কুরআন মাজীদকে নীতি নির্ধারক বা মানদণ্ড হিসেবে নাযিল করেছেন।

[১] সূরা বাকারা: ১৬৪